: বিসমিল্লাহ্‌হির রাহমানির রাহিম :

বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস্ অ্যাসোসিয়েশন

Bangladesh Country Games Association

[গঠনতন্ত্র]

(খসড়া)

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
ধারা-০১	:	শিরোনাম,সংজ্ঞা ও পরিচিতি।	০২
ধারা-০২	:	সদর দপ্তর ।	০২
ধারা-০৩	:	অ্যাসোসিয়েশনের প্রতীক ও পতাকা।	০২
ধারা-০৪	:	অ্যাসোসিয়েশন কার্যক্রমের আওতা ও পরিধি।	০২
ধারা-০৫	:	অ্যাসোসিয়েশন কার্যাদি।	০২-০৩
ধারা-০৬	:	সংজ্ঞা ও স্বীকৃতি।	০৩
ধারা-০৭	:	অ্যাফিলিয়েটেড সংগঠনসমূহ।	০৩-০৪
ধারা-০৮	:	সাধারণ পরিষদ গঠন।	০৪-০৫
ধারা-০৯	:	সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা।	০৫
ধারা-১০	:	সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা।	০৫
ধারা-১১	:	নির্বাহী পরিষদ গঠন।	০৫-০৬
ধারা-১২	:	সাধারণ নির্বাচন।	০৬
ধারা-১৩	:	কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি।	০৬-০৭
ধারা-১৪	:	তহবিল পরিচালনা, হিসাব এবং নিরীক্ষা ।	০৭
ধারা-১৫	:	উপ-কমিটি।	০৮
ধারা-১৬	:	গঠনতন্ত্র সংশোধন।	০৮
ধারা-১৭	:	সদস্যপদ বাতিল।	০৮
ধারা-১৮	:	শাস্তি মূলক ব্যবস্থা।	০৮
ধারা-১৯	:	শুন্যপদ পূরণ।	০৮
ধারা-২০	:	সাভার বিজ্ঞপ্তি।	০৮
ধারা-২১	:	সভার কোরাম।	০৮-০৯
ধারা-২২	:	তত্তাবধায়ক কমিটি।	০৯
ধারা-২৩	:	অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র।	০৯
ধারা-২৪	:	গঠনতন্ত্র সংশোধন ও নির্দেশ।	০৯
ধারা-২৫	:	খেলোয়াড় নিবন্ধন ও খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল।	০৯
ধারা-২৬	:	রেফারি ও কোচেস নিবন্ধন ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ।	০৯
ধারা-২৭	:	গঠনতন্ত্রের ব্যখ্যা	০৯

প্রস্তাবনাঃ

গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দরসহ দেশের সকল অঞ্চলের জনগোষ্ঠির মাঝে বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যগত ও লোকজ খেলাধুলাকে পুনরায় জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করা হয়েছে। এই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজনসহ বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ও রেফারি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে। যা প্রতি বছর নিয়মিতভাবে বিভিন্ন উপজেলা, জেলাগুলোতে পরিচালনা করা হবে।

আমাদের এ সংগঠন নুতন প্রজন্মের মাঝে দেশের লোকজ খেলাধুলাকে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। দেশের প্রতিটি বিদ্যাপিঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নিয়মিত আয়োজন করা হবে খেলাধুলা। তাছাড়া দেশে ক্রীড়ার ইতিহাস সংরক্ষণ, গবেষণা, ঐতিহাসিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে এলাকাভিত্তিক খেলাধুলার মাধ্যমে পর্যটন বিস্তার করা, সকল অঞ্চলের সকল বয়সের মানুষের মাঝে লোকজ খেলাধুলাকে পরিচিত ও সহজে বোধগম্য করার কার্যক্রম থাকছে আমাদের এ সংগঠনের মাধ্যমে। যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিস্তৃতি লাভ করবে। খেলাধুলার মাধ্যমে বাংলাদেশের ঐতিহ্য বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা হবে।

ধারা-০১ : শিরোনাম, সংজ্ঞা ও পরিচিতি :

১.১ **সংগঠনের নাম :** এই সংগঠন বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন নামে পরিচিত হবে।

১.২ **সংক্ষিপ্ত নাম :** বাংলাদেশ ফোক স্পোর্টস ফেডারেশনের সংক্ষিপ্ত নাম হবে বি. সি জি এ (BCGA)।

১.৩ বি. সি জি এ বাংলাদেশের প্রধান এবং সর্বোচ্চ গ্রামীণ খেলাধুলা কর্মকান্ডের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হবে।

১.৪ **দাপ্তরিক ভাষা :** বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা। তবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা হবে। দেশের অভ্যান্তরীণ ক্ষেত্রেও প্রয়োজনে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা যাবে।

১.৫ **অ্যাসোসিয়েশন বলতে :** এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ও দাপ্তরিক কর্মকান্ডে অ্যাসোসিয়েশন বলতে বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশনকে বুঝাবে।

১.৬ **আওতাভুক্ত (Affiliated) সংগঠন বলতে :** আওতাভুক্ত সংগঠন বলতে সরাসরি বি. সি জি এ -এর ক্রীড়া কর্মকান্ডের সাথে বৈধভাবে জড়িত গঠনতন্ত্রের ধারা-৬ এর উল্লেখিত সংস্থা, ক্লাব সমূহকে বুঝাবে।

১.৭ **সাধারণ পরিষদ বলতে :** সাধারণ পরিষদ বলতে অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা-৭ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ পরিষদকে বুঝাবে।

১.৮ **কার্যনির্বাহী পরিষদ বলতে :** কার্যনির্বাহী পরিষদ বলতে অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গণতান্ত্রিক উপায় এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত কমিটি বুঝাবে।

১.৯ **অ্যাসোসিয়েশেনের সদস্য বলতে :**সদস্য বলতে কেবল মাত্র নির্বাচিত কার্যানির্বাহী সদস্যকে বুঝাবে।

ধারা-০২ : **সদর দপ্তর :**
বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন এর কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হবে।

ধারা-০৩ : **অ্যাসোসিয়েশন প্রতিক ও পতাকা:**

৩.১ **অ্যাসোসিয়েশন প্রতীক :** বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন নিজস্ব প্রতিক থাকবে। যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৩.২ **অ্যাসোসিয়েশন পতাকা:** বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস্ অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব পতাকা থাকবে। যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। অনুমোদিত পতাকাটি ৫ফুট x ৩ফুট (৫ঃ৩ হারে) সাইজের কাপড়টি শান্তির প্রতীক রং সাদা হবে এবং এর মাঝে ১.৫ ফুট x ১.৫ফুট সাইজের বৃত্তাকার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতীক বসানো থাকবে।

ধারা-০৪ **অ্যাসোসিয়েশন কার্যক্রমের আওতা ও পরিধি:**
সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্রীড়া কার্যক্রম বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস্ অ্যাসোসিয়েশন আওতাভুক্ত থাকবে।

ধারা-০৫ : **অ্যাসোসিয়েশন কার্যাদি:**

বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন নিম্নেবর্ণিত কার্যাদি সম্পন্ন করবে :

৫.১ গ্রামীণ বা দেশীয় খেলাধুলকে সমগ্র বাংলাদেশে প্রসার, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সমন্বয় করা।

৫.২ উপজেলা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট খেলায় বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করা।

৫.৩ সংশ্লিষ্ট খেলার প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তৈরী করা।

৫.৪ প্রচলিত দেশীয় খেলাসমূহকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৫.৫ জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা, টুর্নামেন্ট ও প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করা।

৫.৬ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও টুর্নামেন্টে জাতীয় দলের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৫.৭ দরিদ্র ও খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের কল্যাণে সহায়তা করা।

৫.৮ সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠনসমূহকে মঞ্জুরি ও সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৫.৯ সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ার উপর বই, পত্রিকা, স্মরণিকা প্রকাশ করা।

৫.১০ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের লোকজ খেলাধুলার উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ওয়ার্কশপ, কোর্স, রিফ্রেসার্স ইত্যাদি আয়োজন করা।

৫.১১ সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন/ক্রীড়াবিদদের মধ্যে শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান করা।

৫.১২ বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং তাদের কার্য পরিধি সুনির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা করা।

৫.১৩ অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।

৫.১৪ উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়তা কার্যাদি সম্পন্ন করতে বাংলাদেশ সরকারের তথা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশাবলী পালন করা।

৫.১৫ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৫.১৬ ফেডারেশনের বিভিন্ন কার্যাদি সুষ্টুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে কোন শর্তারোপ সংরক্ষণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা।

ধারা-০৬ : স্বীকৃতি (Affiliation) ও সংজ্ঞা :

৬.১ এই অ্যাসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক ফোক স্পোর্টস সংগঠনসমুহের সাথে যোগাযোগ রাখবে এবং যথাযথ নিয়ম অনুসরন করেনিবন্ধন (Affiliation) বজায় রাখবে ।

৬.২ এই অ্যাসোসিয়েশন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃতি গ্রহণ করবে এবং অ্যাসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা বজায় রাখবে।

৬.৩ এই অ্যাসোসিয়েশন খেলার সাংগঠনিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যে কোন ক্রীড়া সংস্থাকে আওতাভুক্ত করতে পারবে।

৬.৪ এই গঠনতন্ত্রে ক্রীড়া/খেলা বলতে গ্রামীণ খেলাকে এবং ক্রীড়াবিদ/খেলোয়াড় বলতে গ্রামীণ খেলাধুলার খেলোয়াড়কে বুঝাবে।

৬.৫ এই গঠনতন্ত্রে সংগঠন বোঝাতে গ্রামীণ খেলাধুলা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় এইরূপ সংগঠনকে বুঝাবে।

ধারা-০৭ : অ্যাফিলিয়েটেড সংগঠনসমূহ :

৭.১ **নিম্নোক্ত সংগঠন/সংস্থাসমূহ** বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস্ অ্যাসোসিয়েশন এর **অ্যাফিলিয়েটেড হবে :**

ক. বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা।
খ. জেলা ক্রীড়া সংস্থা।
গ. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণবোর্ড।
ঘ. বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
ঙ. বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
চ. বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
ছ. বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ।
জ. বাংলাদেশ আনসার ও ভি.ডি.পি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
ঝ. প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।
ঞ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।
ট. বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
ঠ. বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।
ড. গ্রামীণ ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবসমূহ।
ঢ. শারিরীক শিক্ষা কলেজসমূহ।

৭.২ ৭.১ এ উল্লেখিত কোন সংস্থা যদি এই অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাফিলিয়েশন পেতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনের অনুমোদনক্রমে উক্ত সংস্থাকে এই সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। অ্যাফিলিয়েশন ফি/বাৎসরিক চাঁদা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে এফিলিয়েটেড সংস্থাকে প্রদান করতে হবে।

৭.৩ অ্যাফিলিয়েটেড সংস্থাসমুহ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত বাৎসরিক চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাফিলিয়েটেড থাকতে পারবে। প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের মধ্যে অ্যাফিলিয়েশন ফি প্রদান করতে হবে। অন্যাথায় অ্যাফিলিয়েশন বাতিল বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে বকেয়া এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা পরিশোধপূর্বক অ্যাফিলিয়েশন নবায়ন করা যাবে।

ধারা-০৮ : সাধারণ পরিষদ গঠন :

বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর **সাধারণ পরিষদ নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত হবে :**

৮.১ অ্যাফিলিয়েটেড সংস্থা নির্বাচনের পূর্ববর্তী ৪ (চার) বৎসরের মধ্যে যে কোন ২ (দুই) বৎসর জাতীয় গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সাপেক্ষে ১(এক)জন প্রতিনিধি কাউন্সিলর/ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৮.২ অ্যাফিলিয়েটেড সংগঠন/সংস্থা/ক্লাবসমূহ নির্বাচনের পূর্ববর্তী ৪ (চার) বছরের মধ্যে বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন টুর্নামেন্ট/প্রতিযোগিতাসমুহের মধ্যে দুইটিতে অংশগ্রহণ করলে সংগঠন/সংস্থা/ক্লাবর পক্ষে ১(এক)জন প্রতিনিধি কাউন্সিলর/ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৮.৩ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত প্রাক্তন স্বনামধন্য খেলোয়াড়, সংগঠক, স্পন্সর, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত, মধ্যে থেকে ৫(পাঁচ) জন প্রতিনিধি ।

৮.৪ বাংলাদেশের কোন প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক কোন গ্রামীন ও দেশিয় স্পোর্টস সংগঠনের নির্বাহী কমিটির সদস্য হন,তবে তিনি তার মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস্ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন।

৮.৫ নির্বাচনের পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক।

৮.৬ বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন-এর নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত গ্রামীণ ক্রীড়ার রেফারি সংগঠন থেকে ১(এক) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

৮.৭ বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন -এর নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত গ্রামীণ ক্রীড়ার কোচেস সংগঠন থেকে ১(এক) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

৮.৮ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ১(এক) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

৮.৯ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার ১(এক) জন প্রতিনিধি সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন যদি সংস্লিষ্ট বিভাগের জেলা গুলোর মধ্যে কমপক্ষে ২ (দুই) টি জেলা কাউন্সিলর হওয়ার যোগ্যাতা অর্জন করে।

ধারা-০৯ : সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা :

৯.১ সাধারণ পরিষদেও ৩(তিন) ভাগের ২(দুই) ভাগ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারার পরিবের্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করা যাবে।

৯.২ সাধারণ পরিষদ, কার্যনিবাহী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বাষিক অডিট রির্পোট অনুমোদন করবে। সাধারণ সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং কোষাধ্যক্ষ অ্যাসোসিয়েশনের বিগত বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

ধারা-১০ : সাধারণ পরিষদের সভা :

১০.১ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা পরিষদের সময়কালে অন্তত:পক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হতে হবে।

১০.২ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

১০.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা, সংস্থা/ক্লাব থেকে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রণয়ন(নামও পদবীসহ) বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।

১০.৪ সাধারণ পরিষদের কার্যকাল হবে ৪(চার) বৎসর।

১০.৫ **সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক সভার আলোচ্যসূচি :**

ক. গঠনতন্ত্র বিষয়ক আলোচনা।
খ. নির্বাহী কমিটির নির্বাচন (নির্বাচনী বছরে)।
গ. সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন।
ঘ. অডিটকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।
ঙ. অডিটর নিয়োগ।
চ. বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জী আনুষ্ঠানিক অনুমোদন।
ছ. প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয় আলোচনা ও অনুমোদন (সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে)।

১০.৬ আলোচ্যসূচির যে কোন সিদ্ধান্ত (গঠনতন্ত্র ব্যতীত) সর্বম্মতিক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে করিতে হইবে।

ধারা-১১ : কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন :

১১.১ বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর **নিম্নোক্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকিবে :**

সভাপতি	:	০১(এক) জন ((নির্বাচিত/সরকার কর্তৃক মনোনীত)
সহ-সভাপতি	:	০৫(পাঁচ) জন (নির্বাচিত)
সাধারণ সম্পাদক	:	০১ (এক) জন (নির্বাচিত)
কোষাধ্যক্ষ	:	০১ (এক) জন (নির্বাচিত)
সহকারী সাধারণ সম্পাদক	:	০২(দুই) জন (নির্বাচিত)
সদস্য	:	২৯ (বিশ) জন (নির্বাচিত)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত	:	০২ (দুই) জন
সর্বমোট	:	৪১ (একচল্লিশ) জন

১১.২ নির্বাহী পরিষদের সভাপতি সরকার বিধি মোতাবেক মনোনীত/নির্বাচিত হবেন। অবশিষ্ট অন্যান্য পদসমূহের মধ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সদস্য পদ বাদে অবশিষ্ট পদ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

১১.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ৪(চার) বৎসর।

১১.৪ নব নির্বাচিত কমিটির নিকট নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী পরিষদ সকল দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। অন্যাথায় ১৬ (ষোল)তম দিন থেকে নব নির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্তি হবে বলে গণ্য হবে।

১১.৫ যুক্তি সংগত কারণ ব্যতীত নির্বাহী পরিষদের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও নির্বাচন সমাপ্ত না হলে সে ক্ষেত্রে সভাপতি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদনক্রমে একটি এডহক কমিটি গঠন করতে পারবেন। এই কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পাদনপূর্বক দায়িত্ব হস্তান্তর করবে।

ধারা-১২ : সাধারণ নির্বাচন :

১২.১ প্রতি ৪ (চার) বৎসর অন্তর (কাউন্সিলর/ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সাধারণ পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। সহ-সভাপতি, সহকারী সাধারণ সম্পাদক এবং সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা, ভোট প্রাপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

১২.২ ১ (এক) জন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

১২.৩ কোন পদের জন্য একাধিক প্রার্থী সমান ভোট পেলে ঐ পদের জন্য পুনঃনির্বাচন হবে।

১২.৪ নির্বাচন সিডিউল ঘোষিত হওয়ার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

১২.৫ অ্যাসোসিয়েশনের অনুরোধে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ণ করে নির্বাচন পরিচালনা করবে।

১২.৬ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

১২.৭ এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র নির্বাচন সম্পর্কে যে বিধান থাকুক না কেন, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে সাধারণ সভা আহবান ব্যতিরেকেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবে।

ধারা-১৩ : **কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি :**

১৩.১ **সভাপতি :** সভাপতি উপস্থিত থেকে পরিষদের সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কোন বিতর্কিত বিষয়ে সমতা দেখা দিলে তিনি কাষ্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন।তিনি জরুরী বিষয়ে সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং পরবর্তীতে তা কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

১৩.২ **সহ-সভাপতি :** সভাপতির অনুপস্থিতিতে, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সভাপতিকে তার সকল প্রকার কর্মকান্ডে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

১৩.৩ **সাধারন সম্পাদক :**সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান এবং সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করবেন। তিনি সভার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর ও বাস্তবায়ন করবেন। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হতে তিনিই চিঠিপত্র আদান প্রদান করবেন। তিনি নথিপত্র সুশৃঙ্খলভাবে ও নিরাপদে সংরক্ষণ করবেন। তিনি গঠনতন্ত্রের অন্যান্য উল্লেখিত অথবা অ্যাসোসিয়েশনের প্রশাসনিক প্রয়োজনে সকল দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি তার যে কোন দায়িত্ব সহকারী সাধারণ সম্পাদকদ্বয়ের উপর ন্যস্ত করতে পারবেন। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং ব্যয় অনুমোদন করাবেন। তিনি যথাযথ পরীক্ষা/বিধিমালা মোতাবেক খেলোয়াড়দেরবৃত্তি প্রদান এবং রেফারি ও কোচদের লাইসেন্স প্রদান করবেন।

১৩.৪ **সহকারী সাধারণ সম্পাদক :** সহকারী সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদককে তাঁর কার্যে সহায়তা প্রদান করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ বা সাধারন সম্পাদক কর্তৃক মৌলিক/লিখিতভাবে আরোপিত দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার দায়িত্বসমূহ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালন করবেন। তাহারা অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভূক্ত সংগঠনসমূহের সাথে সুন্দর সম্পর্কে রাখার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩.৫ **কোষাধ্যক্ষ :**কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অডিট রিপোর্টের বিবরন বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন। তিনি যথারীতি রশিদ প্রদান পূর্বক সমস্ত প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সমূদয় অর্থ নির্ধারিত ব্যাংকে গচ্ছিত রাখবেন।

১৩.৬ **সদস্যবৃন্দ :** তাহারা সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন ।

ধারা-১৪ : **তহবিল পরিচালনা, হিসাব এবং নিরীক্ষা:**

১৪.১ সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন হতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্ঠপোষক, ব্যাক্তি বা সংস্থা হতে প্রাপ্তি চাঁদা/টাকা টিকেট বা বিজ্ঞাপন লব্ধ হতে প্রাপ্ত অর্থ এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক চাঁদা ও অ্যাফিলিয়েশন ফিস হবে অ্যাসোসিয়েশনের তহবিলের উৎস। চ্যারিটি শো, ক্রীড়া লটারির মাধ্যমে তহবিল গঠন করা যাবে।

১৪.২ অ্যাসোসিয়েশনের সকল তহবিল যে কোন তফশিলী ব্যাংকে রাখা হবে। ব্যাংকের হিসাব সভাপতি, সাধারণ সম্পাদরক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের যে কোন ২ (দুই) জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

১৪.৩ অ্যাসোসিয়েশনের দৈনন্দিন কাজের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ অফিসের ক্যাশে রাখা যাবে। তবে জাতীয় প্রতিযোগিতা, জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবির, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বা বিশেষ প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে টাকার পরিমান বেশী হতে পারে।

১৪.৪ ঐ ধরনের অনুষ্ঠান শেষে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় খরচকৃত অর্থের হিসাব অনুমোদন করাতে হবে।

১৪.৫ প্রতি অর্থ বৎসর শেষে সরকার অনুমোদিত নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক অ্যাসোসিয়েশনের আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।

১৪.৬ বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশনের অর্থ বৎসর ১লা জুলাই হতে ৩০ শে জুন পর্যন্ত গণ্য করা হবে।

১৪.৭ **পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা :** অ্যাসোসিয়েশনের নিম্নবর্ণিতভাবে পরিদর্শিত হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক নিয়োজিত কমপক্ষে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা সম্পন্ন পদাধিকারী ব্যক্তি **বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশনের** বিষয়াদি পরিদর্শন করতে পারবেন। অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক তাকে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা হবে।

১৪.৮ **অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক ও বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা নিম্নবর্ণিত উপায়ে সম্পাদিত হবে:**

ক. অ্যাসোসিয়েশন অর্থবছর শেষ হওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিজস্ব বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করবে।

খ. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ যে কোনো সময় বার্ষিক/বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা করতে পারবে।

গ. অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অথবা সভাপতি কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পরিদর্শনে যাবেন।

ধারা-১৫ : **উপ-কমিটি :**

বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস্ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় কার্যক্রম এবং খেলাধুলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাক উপ-কমিটি গঠন, তাদের কার্যপরিধি নির্ধারন এবং প্রয়োজনীয় বিধানাবলী প্রণয়ন করে দিবে। কোন উপ-কমিটি ফলপ্রসূ বিবেচিত না হলে সে ক্ষেত্রে তা পূর্ণ গঠন করা যাবে।

ধারা-১৬ : **গঠনতন্ত্র সংশোধন:**

১৬.১ সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে।

১৬.২ সংশোধনী প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে প্রেরণ করতে হবে। পরবর্তীতে নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হলে তা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এই সংশোধনী প্রস্তাব অন্ততঃপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে কাউন্সিলরদের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১৬.৩ যুক্তি সংগত কারণ থাকা সত্ত্বেও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত না হলে সেক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশোধনী প্রস্তাব আনা যাবে।

১৬.৪ যে ভাবে গঠনতন্ত্র সংশোধীত হোক তা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করতে হবে।

ধারা-১৭ : **সদস্যপদ বাতিল :**
কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য পূর্ব যোগাযোগ বা অনুমতি ব্যতীত যদি পর পর ৩ (তিন) টি কার্যকরী সভায় অনুপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে তার সদস্যপদ বাতিল করা এবং তার স্থলে নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত (কো-অপট) করা যাবে। তবে তৃতীয় সভায় অনুপিস্থিতির সাথে সাথে সাধারণ সম্পাদক লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জানাবেন।

ধারা-১৮ : **শাস্তি মূলক ব্যবস্থা :**
অ্যাসোসিয়েশনের কোন সদস্য যদি তহ্বিল তছরুপ করেন, অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থ বিরোধী কিংবা রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে তিনি সদস্যপদ হারাবেন। এমনকি প্রয়োজনে (যদি কার্যকারী পরিষদ মনে করে) তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনানুগ ব্যবস্থাও অ্যাসোসিয়েশন গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা-১৯ : **শুন্যপদ পূরণ :**
পদত্যাগ, মৃত্যু, দেশত্যাগ বা আদালত কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্তির কারনে যদি যথা ক্রমে সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদ শুন্য হয়, সেক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে সে পদ পূরণ করা যাবে।

ধারা-২০ : **সভার বিজ্ঞপ্তি :**

২০.১ সুনির্দিষ্ট অন্ততঃ ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদের সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

২০.২ সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে ৩(তিন) দিন পূর্বে উপ-পরিষদ সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

২০.৩ উপ-পরিষদ ও পরিষদ জরুরী সভার বিজ্ঞপ্তি ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে জারী করা যাবে।

ধারা-২১ : **সভার কোরাম :**

২১.১ **নিম্নক্তো নিয়মে সভা অনুষ্ঠিত হবে :**

ক. ন্যূনতম পক্ষে প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর কার্যকরী পরিষদের সভা ১ (এক) বার অনুষ্ঠিত হবে।

খ. কার্যনির্বাহী পরিষদ সভার নোটিশ কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে জারী করতে হবে।

গ. মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিকে সভার কোরাম ধরা হবে।

২১.২ **জরুরী সভা :**

ক. জরুরী সভার ক্ষেত্রে ন্যূনতম পক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশ প্রদান করতে হবে।

খ. জরুরী সভায় কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না। যে কোন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে জরুরী সভা পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

ধারা-২২ : **তত্তাবধায়ক কমিটি :**

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনধিক ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে বিদ্যমান কার্যনির্বাহী কমিটি অবলুপ্ত করে অনধিক ০৭ (সাত)) সদস্য বিশিষ্ট একটি তত্ত্বাবধায়ক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবে। এ কমিটির কোন সদস্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

ধারা-২৩ : **অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র :**

বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস্ অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের গঠনতন্ত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

ধারা-২৪ : **গঠনতন্ত্র সংশোধন ও নির্দেশ :**

ক. বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস্ অ্যাসোসিয়েশন সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে এই গঠনতন্ত্র এবং এর যে কোন ধারা/উপধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন ও বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

খ. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনকে খেলাধুলার স্বার্থে যে কোন নির্দেশ প্রদান করতে পারবে যা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অবশ্যই পালনীয় হবে।

ধারা-২৫ : **খেলোয়াড় নিবন্ধন ও খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল :**

২৫.১ সকল খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দেরকে অ্যাসোসিয়েশনের ধারা/উপধারা অনুযায়ী যথাযথ নিয়মে নিবন্ধিকৃত হতে হবে।

২৫.২ অ্যাসোসিয়েশন চ্যারিটি/প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করে আইনানুগ ব্যবস্থায়/পন্থায় বা পৃষ্ঠপোষকতা হতে বা অনুদানের অর্থ দিয়ে কল্যাণ তহবিল গঠন করতে পারবে।

ধারা-২৬ : **রেফারি ও কোচেসনিবন্ধন ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ :**

২৬.১ বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃতকার্য রেফারি ও কোচবৃন্দ অ্যাসোসিয়েশনের বিধি/উপবিধি অনুযায়ী যথাযথ নিয়মে নিবন্ধিকৃত হতে হবে।

২৬.২ অ্যাসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংগঠনসমূহের প্রচেষ্টায় অ্যাসোসিয়েশন নিবন্ধকৃত রেফারি ও কোচরা দেশে-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হবেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংগঠন/ফেডারেশন/পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগতভাবে অর্থ যোগান করা যেতে পারে।

ধারা-২৭ : **গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা :**
গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়নি এমন কোন বিষয় এবং এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা/উপধারা সম্পর্কে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তা প্রযোজ্য হবে।

-: সমাপ্ত :-